মুদ্রণের আবিষ্কার যে পদ্ধতিতে হয় তার ফলে তা একটি সামাজিক বিষয়ে পরিণত হয় এবং বহু সংখ্যক পাঠক পায়। এমনকি অক্ষরজ্ঞান ও মুদ্রণের মধ্যে সম্পর্ক একটি প্রতীকী বিষয় হিসাবেই থেকে যায়। বই ছাপার একটি পূর্বশর্ত হল সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, একই সঙ্গে বই-এর আগমন, মুদ্রণের জগতে প্রবেশের জন্য মানুষের মনে ইচ্ছা জাগায়। বই পাঠের গণতন্ত্রীকরণ এবং দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনা একই সঙ্গে চলতে থাকে। **E. Eisenstein** মন্তব্য করেছেন বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বৃদ্ধির ফলে বই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ চাইত সবসময় বই নিয়ে ঘুরতে, বই নিয়ে আলোচনা করতে। মুদ্রণের মাধ্যমে একই জিনিসের অনেক প্রতিলিপি তৈরি করতে পারায় সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পায়। বিভিন্ন তত্ত্ববিদ ও প্রকাশবাদের মধ্যে যোগাযোগের ফলে বিজ্ঞানচর্চার হার বৃদ্ধি পায়। মুদ্রণের আগমনের পুঞ্জীভূত ফলাফলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার সম্প্রসারণ ঘটে। বহুদিন পূর্বে আইজেনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন যে মুদ্রণ ব্যবস্থাকে অন্যান্য আবিষ্কারের সঙ্গে না দেখে এককভাবে দেখলে বোঝা যাবে মুদ্রণের আবিষ্কারের ফলে যে পরিবর্তন আসে, তা কিন্তু তথাকথিত ঐতিহাসিক রীতি অনুযায়ী হয়নি এবং এটিকে আধুনিক যুগের রূপান্তরের পূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়। মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ তিনি লিখেছেন "Printing is not just one among many elements in a complex casual means for it transformed the nature of casual means it self."

Q. 3. গোলাবারুদ (Gun Powder) আবিষ্কারের পর সামরিক ক্ষেত্রে কী কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল?

(What were the revolutionary changes in the military sector brought about by the invention of gun powder ?)

উত্তর। সামন্ততান্ত্রিক সামরিক ব্যবস্থায় কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল। ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে সেনাদল গঠন ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা, কারণ এদের মধ্যে আনুগত্যের অভাব ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা সে সময় ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। নাইট ও লর্ডরা প্রায়শই তাদের প্রভুদের আদেশ অমান্য করত। ম্যানর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শুরু করল। কখনও তারা মাঝপথেই যুদ্ধ বন্ধ করে দিত। তবে বেশিরভাগ সময়েই যুদ্ধে প্রয়োজনীয় রসদে ঘাটতি পড়ত। ভাড়াটে সৈন্য, যারা সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রদানকারীর কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রী করত, তারা প্রায়ই চুরি, লুণ্ঠন, অত্যাচার প্রভৃতি কাজে লিপ্ত

Scanned by CamScanner

হত। সামন্তদের অধীনস্ত এইসব সৈন্যদের যোগ্যতাও ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে, যার বহু প্রমাণও রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ইংলন্ডের নাইটরা ঘোড়সওয়ার হিসাবে তাদের দক্ষতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে থাকে। পুরাতন যোদ্ধাদের রণকৌশল ছিল দুর্বল এবং তাদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হত না।

যুদ্ধক্ষেত্রে নাইটদের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। তারা সেনাপতির প্রতি অনুগত না থেকে তাদের লর্ডের প্রতিই বেশি আনুগত্য জানাত। সেনাদলের সাফল্য নির্ভর করত নাইটদের ব্যক্তিগত বীরত্বের ওপর, সকলের মিলিত প্রচেষ্টার ওপর নয়। ফলে সামগ্রিকভাবে সেনাসংগঠন প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হত। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে সার্ফ প্রথার অবসান হওয়ায় সেনাদল গঠিত হত স্বাধীন কৃষকদের নিয়ে এবং ক্রমবর্ধমান কৃষক বিদ্রোহ সেনাসংগঠনের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

তুর্কী আক্রমণ বা প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ইত্যাদি যে সামরিক বিপ্লবের আগমনকে উদ্দীপিত করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকেই জনসাধারণ যুদ্ধকে শাসকশ্রেণীর বা সরকারের বিষয় বলে মনে করতে শুরু করে।

জিওফ্রে পার্কার বলেছেন গোলাবারুদ আবিষ্কারের পর পদাতিক বাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর তুলনায় গুরুত্ব হারায়। গোলাবারুদ (gun powder) তৈরির ধারণা প্রথম এশিয়া থেকে পাওয়া গেলেও ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে যার উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা ছিল একান্তই ইউরোপীয় সামগ্রী। প্রায় একশ শতাব্দীকাল পরে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি ছোট ছোট অস্ত্র ও গোলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধের পদ্ধতি ও অবস্থায় ভীষণ প্রভাব ফেলে। সেনাবাহিনীর আকৃতি বৃদ্ধি পায়, সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তন আসে, ও যুদ্ধের খরচ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যুদ্ধে প্রতিরোধ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। চার্লস দ্য বল্ডের বাহিনীর ওপর সংঘবদ্ধ সুইস বাহিনীর বিজয়ের পর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নির্দিষ্ট গুণমান সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত হয়। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে মাল পরিবহন বা যাতায়াতের জন্য চাকাযুক্ত গাড়ির প্রবর্তন হয়, ফলে কামানের পরিবহন সহজ হয়। ১৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রত্যেক শাসক আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর অর্থ বিনিয়োগ স্থাপন করা হয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বিভিন্নমানের বন্দুকের বদলে একটা নির্দিষ্টমানের বন্দুকের প্রচলন করা হয়।

গোলাবারুদের ব্যবহারকে দৃঢ়ভিত্তি দান করার জন্য প্রায় দু'শ বছর সময় লেগেছিল।

Scanned by CamScanner

প্রথম প্রথম গোলাবারুদ হত খুব নিম্নমানের এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এর দামও ছিল খুব বেশি। হস্তচালিত অস্ত্র সেনারা কিনলে নিজেদের পারিশ্রমিক থেকে তার ঋণশোধ করতে হত। অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্রের আগমন সরকারের যুদ্ধের জন্য খরচ বৃদ্ধি করেছিল। তবে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত কামান খুব জনপ্রিয় ছিল না। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পদাতিক বাহিনী প্রায় চতুর্দশ শতক অবধি উত্তর ইটালীয় নগরগুলিতে, ফ্লেমিশ শহরে, সুইস ক্যান্টনে, ইংলন্ডে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ভারী অস্ত্রবাহী অশ্বারোহী বাহিনী কিন্তু খুব শীঘ্রই পরিত্যাগ করা হয়নি। উপরন্তু, আকৃতি হ্রাস করে এই বাহিনীকে আরও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছিল।

১৫৯০ সালে রজার উইলিয়ামস লিখেছিলেন আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতির বিস্তার তাঁর সময়কার যুদ্ধ ও অতীত যুদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। গোলবারুদের আবিষ্কারের ফলে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের গৌরব হ্রাস পায় এবং প্রায় কল্পগাথায় পরিণত হয়। কামানের মোকাবিলা করার জন্য দুর্গগুলির গঠন পদ্ধতিরও গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। দুর্গ তৈরির জন্য নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়। এই নতুন দুর্গগুলিতে যাতে সহজে আগুন লাগানো না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়, বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট রাস্তা থাকে। উপরিউক্ত এইসব আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধ সংক্রান্ত খরচ, যুদ্ধের আকার সবই বৃদ্ধি পায়।

ভাড়াটে সৈন্যদলের বদলে রাষ্ট্র দেশীয় বংশদ্ভূতদের অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়োগ করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৈন্যদল গঠন করা হয়, যারা ছিল সেনাবহিনীর স্থায়ী অংশ। সামন্ততান্ত্রিক যুগের বিকেন্দ্রীকৃত সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান একটি স্থায়ী জাতীয়বাহিনী গঠনের মধ্যে নিহিত ছিল। সেনাবাহিনীর এই রূপান্তরের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ছিল এবং সাধারণত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সেনাবাহিনীর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়।

যুদ্ধের নতুন নতুন পদ্ধতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর আয়তনেরও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ভারী অস্ত্র ব্যবহারকারী নাইটদের পরিবর্তে পদাতিক সেনার ব্যবহারের ফলেই সেনাবাহিনীর আয়তনের এই বৃদ্ধি ঘটেছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগে যুদ্ধনীতি নির্ভর করত প্রত্যেক নাইটের ব্যক্তিগত প্রতিভার ওপর। কিন্তু রূপান্তরের যুগে রণনীতি কেবল সেনাদলের প্রধানরা স্থির করতেন না, সেনার বিভিন্ন অফিসার,

Scanned by CamScanner

রাজনৈতিক প্রতিনিধি প্রমুখ অংশ গ্রহণ করত। আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব, নতুন ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর জন্ম দেয়।

রিচার্ড বিন (Richard Bean) দাবি করেছেন পঞ্চদশ শতকে গোলন্দাজ বাহিনীর উন্নয়ন অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়, যার ফলে বৃহৎ, স্থায়ী সৈন্যদল ও কেন্দ্রীভূত সরকার গঠিত হয়। যা বৃহৎ ব্যয়বহুল অস্ত্রযুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হয়। তবে **টিলি (Tilly)** দেখিয়েছেন কার্যকরী গোলন্দাজ বাহিনী অনেকপরে প্রায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এসেছিল, যা কখনওই রাষ্ট্রের আয়তন বা স্থলযুদ্ধের পরিবর্তনের কারণ হতে পারে না। সেনাবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক পদ্ধতি সেনাদের যে পরিচিতি দেয় তা তাদের অন্যান্য সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক করে রাখে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মধ্যে যোদ্ধা মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে সেনা মনোভাবের আবির্ভাব ঘটে।

Q. 4. গুডিনহো (Gudinho) তত্ত্ব কী? এটি আদি পর্তুগীজদের সামুদ্রিক কৃতিত্বের বিষয়—সংক্রান্ত জুরারা (Zurara) তত্ত্বকে কীভাবে পরিবর্তিত করেছে?

(What is Gudinho thesis ? How did it modify the Zurara thesis concerning early Portugese Maritime exploits ?)

উত্তর। প্রথম পর্তুগীজ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও সামুদ্রিক অভিযানগুলি সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকে সরিয়ে রেখে **গুডিনহো (Godinho)** যা যা বলেছেন তা **গুডিনহো তত্ত্ব** নামে পরিচিত। তাঁর মতে প্রথম পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের মূল নিহিত ছিল তৎকালীন পর্তুগালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সাধারণভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির ওপর। **ম্যাগালহেস গুডিনহো (Magalhaes Gudinho)** পর্তুগীজ সমাজ, বুলিয়নের স্বল্পতা, চিনি চাষের প্রভূত লাভ ও আফ্রিকান সোনার ভূমিকার বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পর্তুগীজ ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের ওপর জোর দিয়েছেন, যারা ছিল অ্যাভিজেসের (Avizes)-এর সমর্থক এবং ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সামুদ্রিক অভিযানগুলিতে প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা পালন করেছে, অর্থাৎ প্রথম জন ও ডম পেড্রোর সময়। এটিই হল **গুডিনহো তত্ত্ব**।

আদি পর্তুগীজ সম্প্রসারণ নিয়ে আরেকটি যে তত্ত্ব প্রচলিত ছিল তা হল **জুরারা (Zurara)** তত্ত্ব। বলা হয়ে থাকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কোনো মূল্যায়নই সঠিক

Scanned by CamScanner